এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

সিনিয়র প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
বদরুল আলম নাবিল

প্রতিবেদক
আসাদুর রহমান, জব্বার হোসেন
রুহুল তাপস, সাজেদুর রহমান

সহযোগী প্রতিবেদক
হাসান মূর্তাজা

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, পারভীন তানী
জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল

প্রতিনিধি
সুমি খান চট্টগ্রাম
মামুন রহমান যশোর

বিদেশ প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক কানাডা
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল হলিউড
আকবর হায়দার কিরণ নিউইয়র্ক
নাসিম আহমেদ ওয়াশিংটন
নাজমুননেসা পিয়ারী বার্লিন
কাজী ইনসান টোকিও

প্রযুক্তি বিভাগ প্রধান
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

প্রধান গ্রাফিক্স ডিজাইনার
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব
আনোয়ার মজুমদার

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ s2000@dbn-bd.net
info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

দেশ স্বাধীন হয়েছে ৩৩ বছর। এতোগুলো বছর একটি জাতির জন্য বেশ সময়। স্বাধীনতা-উত্তর দেশটিকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব ছিল রাজনৈতিক নেতাদের ওপর। অথচ তারা কাজের চেয়ে কথা বেশি বলেছে, তারচেয়েও বেশি লুটপাট করেছে। এ সরকারের মন্ত্রীরা তো কথার ফুলঝুরি ফোটাচ্ছে। তাদের বক্তব্যে শুধু উন্নয়নের জোয়ার বইছে। কয়েকজন মন্ত্রীর অযৌক্তিক বক্তব্য শুনে জনগণ হতবাক হয়েছে।

সামান্য ঝড়েই বুড়িগঙ্গায় লঞ্চডুবি হলো। প্রায় দেড়শ' যাত্রীর সলিল সমাধি ঘটলো। চাঁদপুরের মতলবে প্রতি বাড়িতে উঠলো শোকের আহাজারি। দায়িত্বশীল মন্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়ে বললেন, লঞ্চটির ত্রুটি ছিল না। আল্লাহর হুকুমেই লঞ্চ ডুবে গেছে। এমন বক্তব্য জনগণকে হতবাক করেছে। এ তথ্য পত্রিকায় আসায় ক্ষুব্ধ হলেন মন্ত্রী। বললেন, সাংবাদিকরা অমানুষ, ছাগল।

তবে বাচালপনায় অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের KwŠ নেই। প্রতিদিন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তার উপদেশ বাণী শুনতে শুনতে মানুষ ক্লান্ত। অথচ ঘরের ছেলেই তার উপদেশ কর্ণপাত করে না। অনিয়মের নানা অভিযোগ আছে তার ছেলে নাসেরের বিরুদ্ধে। বাড়ছে দ্রব্যমূল্য, জনজীবন দুর্বিষহ হচ্ছে। আর তিনি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে কৃষক লাভবান হচ্ছে বলে বক্তব্য করেন। অথচ কৃষক ফসল বিক্রি করে পানির দরে। চাঁদাবাজ, মধ্যস্বত্বভোগীরাই দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে।

যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদা বেফাঁস কথাবার্তা বলে প্রায়ই মানুষকে হতচকিত করে তুলছেন। সিএনজি, রেলের জায়গা বরাদ্দসহ নানা অনিয়ম সংবাদপত্রে প্রকাশের পর সাংবাদিকদের ওপর তিনি বেশ ক্ষুব্ধ। মন্ত্রিত্ব লাভের পর তিনি বললেন, বুলেট ট্রেন নির্মাণ করা হবে। অথচ গত সাড়ে তিন বছর দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম গতি আনতে পারেননি। ছাত্রশিবিরের কাউন্সিলে গিয়ে ছাত্রদলকে ছাত্রশিবিরের কাছ থেকে শিক্ষা নেয়ার উপদেশ দিলেন।

পত্রপত্রিকায় ইসলামী জঙ্গিদের ওপর বিস্তারিত তথ্য দিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের পরও সরকারের সব মন্ত্রী ঘটনা অস্বীকার করেন। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বারবার বলতে লাগলেন, এটা বিরোধী দলের অপপ্রচার। এর ফলে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। অথচ পরে প্রতিমন্ত্রী নিজেই জঙ্গিদের উত্থানের ওপর প্রেসনোট দিলেন।

শুধু সরকারের মন্ত্রীরাই নন, দিগ্‌ভ্রান্ত বিরোধী দলও। আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর বক্তব্যে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। ৩০ এপ্রিলের সরকার পতনের ডেড লাইট দিয়ে আব্দুল জলিল জাতির কাছে তামাসার পাত্রে পরিণত হলেন। দেশের বিপর্যস্ত পরিবেশে বিরোধীদলীয় নেত্রীর কাছ থেকেও মানুষ কোনো আশার বাণী শুনতে পারছেন না। অথচ তিনি বারবার 'সরকার পতন আন্দোলনের ভাঙা রেকর্ড বাজাচ্ছেন।

রাজনৈতিক নেতারা দেশের চালিকাশক্তি। জনগণ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাদের বাচালতা জাতিকে বিভ্রান্ত করে। জাতি তাদের কাছে সঠিক দিকনির্দেশনা চায়।

প্রচ্ছদ কার্টুন : **রফিকুন নবী**